# স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম- ১৪৪৫

**গ্রুপ: মাগরিব**

৫ম- ৬ষ্ঠ শ্রেণি

**নাম :**

**শ্রেণি:**

**শিফট:**

**আইডি নং:**

**অভিভাবকের স্বাক্ষর:**

بسم الله الرحمن الرحيم

আসসালামু আলাইকুম,

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ। এই এসাইনমেন্ট করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা:

- **অভিভাবক ও জ্ঞানীদের থেকে জেনে নিতে পারবে।**
- **উত্তর খোঁজার জন্য প্রয়োজনে আল-কুরআন, হাদীসের কিতাব, তাফসীর, ইসলামী বই দেখবে।**
- **নিজেরাই কাজগুলো করবে৷ কেউ হিন্টস দিলেও পুরোপুরি কাজটা করে দিবে না বা উত্তর বলে দিবে না৷**
- **অতিরিক্ত কাগজ লাগলে সেই পাতার সাথে সংযুক্ত করে নিবে৷**
- **সপ্তাহের কাজ সপ্তাহেই শেষ করবে, ইন-শা-আল্লাহ**

## <u>১ম সপ্তাহের কাজ</u>

**আমাদের প্রিয় নবী বইয়ের ১ম-৬ষ্ঠ  অধ্যায় পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।**

ক) রাসূল (ﷺ) যখন  আপনার বয়সী ছিলেন তখন তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল?

খ) তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যা আপনি আপনার জীবনে গুরুত্বের সাথে অনুশীলন করতে চান?

গ) ধৈর্য্য, দয়া ও ক্ষমা - আল্লাহ (ﷻ) এর তিনটি গুণ যা আমরা রাসূল (ﷺ) এর সমস্ত জীবনে তাঁর চরিত্র ও কাজে দেখতে পাই। আর প্রত্যেক মুসলিমের আখলাকে এই গুণগুলো থাকা উচিৎ।

রাসূল (ﷺ) এর জীবনের যেকোনো একটি ঘটনা আলোচনা করুন যেখানে এই তিনটি গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

# <u>২য় সপ্তাহের কাজ</u>

## <u>কাজ- ১</u>

মুসনাদ আহমদ: উবাই ইবন কাব (রা) বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা রাসূল (ﷺ) কে প্রশ্ন করেছিল: *"হে মুহাম্মদ, আমাদেরকে তোমার রবের বংশ পরিচয় শোনাও।"* - এর জবাবে এই সূরাটি নাযিল হয়। (আহমদ- ৫/১৩৩)

জনৈক সাহাবী রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন: *"হে আল্লাহর রাসূল, আমি এই সূরাটি ভালোবাসি।* তিনি (ﷺ) তখন বললেন: *"এই সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"* ( বুখারী-৭৭৪)

তিনি আরো বলেন: *"যে এই সূরাটি ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।"* (বুখারী-৭৩৭৫)

একবার রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের বললেন: *"তোমরা সবাই একত্র হয়ে যাও, আমি তোমাদের কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ে শোনাবো।"* তারপর তিনি (ﷺ) এই সূরাটি পাঠ করলেন।

রাসূল (ﷺ) প্রত্যেক নামাজের পর ও রাতে ঘুমানোর আগে এই সূরাটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলেও এই সূরাটি উল্লেখ আছে।

এটি একটি মাক্কী সূরা।

এই সূরার অর্থ নিষ্ঠা, নির্ভেজাল, খাঁটি।

এই সূরার অর্থ ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

এই সূরার অপর দুটি নাম সূরা তাওহীদ ও সূরা নাজাত।

**ক) এটি কোন সূরা?**

**খ) এই সূরার মূল বিষয়বস্তু কী?**

**গ) একজন মুসলিম তার জীবনে কীভাবে এই সূরাটির অর্থ ও বিষয়বস্তুকে ধারণ করবে?**

## কাজ- ২

মেহেরিমা তার মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। বর্তমানে তার এস.এস.সি পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ তার মা অসুস্থ হয়ে যান। শারীরিক পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় তার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। পরীক্ষার মাঝে মায়ের এমন অসুস্থতা তাকে খুব অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়। হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি, ঘরের কাজ সামলানো, নিজের লেখাপড়া সব মিলিয়ে সে খুব কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। এমন অবস্থায় একদিন ফজরের সালাত শেষে কুরআন পড়ার সময়, এই আয়াতটি তার মাথায় গেথে যায়-

“إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ”

**অর্থ: নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে**

তাৎক্ষণিকভাবে তার অন্তর শীতল হয়ে পড়ে এবং সে সব কষ্ট ভুলে যায় ।

**ক) উপরের আয়াতটি কোন সূরাতে রয়েছে?**

**খ) সূরাটিতে রাসূল (ﷺ) এর *“বক্ষ উন্মুক্ত করা”* বলতে কী বুঝানো হয়েছে?**

**গ) *“আর আমরা আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি”* এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে?**

# ৩য় সপ্তাহের কাজ

# কাজ- ১

একটি স্বনামধন্য স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সাকিব। বাবা ব্যবসায়ী ও মা ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। দুজনই সারাদিন বাইরে থাকেন। সাকিবের দেখাশোনা করে একজন খাদেমা। বাবা-মা কেউই সাকিবকে সময় দিতে পারেন না। দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও যে সঠিক আদব বজায় রাখতে হয় সে শিক্ষা সাকিব পরিবার থেকে পায়নি। সাকিবের দাদা মাঝে-মধ্যে তাকে সালাতের জন্য ডাকেন। অনেকসময় টুকটাক উপদেশ দেন। কিন্ত তাতে তেমন কোন কাজ হয় না।

সাকিব দিনের বেশিরভাগ সময় মোবাইলে কার্টুন দেখে। খাওয়া-দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কিছু করতে না করা হলে সাকিব জেদ করে। প্রায় দিনই গভীর রাতে উচ্চশব্দে গান বাজাতে শুরু করে। এর ফলে সাকিবদের প্রতিবেশী ইমরান সাহেবের খুবই অসুবিধা হয়। অনেকবার অনুরোধ করার পরও গান বন্ধের বিষয়ে সাকিবদের পরিবার থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি ।

শুক্রবারের এক সন্ধ্যা। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। খাদেমা মিনা দরজা খুলে দেখে সাকিবের ছোট খালা ও খালু এসেছে। সাথে এসেছে সাকিবেরই বয়সী তার খালাতো ভাই রায়হান। মেহমানদের বসার ঘরে বসিয়ে মাকে ডেকে দিলো মিনা খালা। মিসেস সুলতানার চেহারাটা কালো বর্ণ ধারণ করল। আত্মীয়রা কেউ বাসায় আসলে তিনি খুব বিরক্ত হন। কারো সাথেই উনার তেমন যোগাযোগ নেই ।

অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর তিনি বান্ধবীদের সাথে ফোনে মশগুল থাকেন। সারাদিন অফিসে কে কী করলো, কার কোন বিষয় খারাপ এসব নিয়েই চলে দীর্ঘ আলোচনা।

অপরদিকে সাকিবের বাবা ধনী ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও সারাক্ষণ হা-হুতাশ করেন। বন্ধুদের ব্যবসায়ের ভালো অবস্থার কথা শুনলে ওনার মন খারাপ হয়ে যায় ।

ক) আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ কাকে বলে? উপরের গল্পটিতে কোন প্রকারের আখলাকের চিত্র ফুটে উঠেছে?
খ) সাকিবের মা একটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজের সাথে যুক্ত। এটি কী? এই কাজটির পরিণামগুলো লিখুন। এই জঘন্য কাজটি থেকে বাঁচার উপায়গুলো কী কী?
গ) সাকিবের বাবা কি নিজের প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ? এই সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করুন এবং তার ব্যাখ্যা লিখুন।
ঘ) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সুফলগুলো কী কী? সাকিবের পরিবার কি এর সুফল ভোগ করতে পারছে? ব্যাখ্যা করুন।

**কাজ- ২**

**শিশু: মা, আমাকে কে বানিয়েছেন?**

**মা: আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন ।**

**শিশু: কেন?**

ক) আল্লাহ্ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন? কেন আমরা আল্লাহকে একক স্রষ্টা মনে করি ?

**আব্দুল্লাহর ভাই জাফর মনে করেন ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত নয়। মানুষের কাজই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে।**

খ) জাফরের 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত নয়' বিশ্বাসের ফলাফল কী?

## ৪র্থ সপ্তাহের কাজ

**কাজ- ১**

ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ তায়ালার কাছেও একজন জ্ঞানীর সম্মান অত্যন্ত বেশি। আল্লাহর একটি নাম হলো **আল-আলিম বা সর্বজ্ঞানী।** মানবজাতির পিতা আদমকে আল্লাহ ফেরেশতাদের উপর স্থান দিয়েছেন কিন্তু এমন কী ছিল যা আদমকে সেই অবস্থান দিয়েছিল? সেটা হলো **জ্ঞান বা ইলম**। দ্বীনের জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে জানায়। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন করে। ইলম শেখা ছাড়া মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম মেনে চলা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আয-যুমার এ বলেছেন - *“যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।”* রাসূল (ﷺ) প্রতিদিন সকালে দু’আ করতেন, *“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান কামনা করি।”*

**ক) ইসলামে জ্ঞান অর্জনের হুকুম কী?**

**খ) সূরা মুহাম্মাদের ১৯ নম্বর আয়াতে জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?**

**গ) *"বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"* আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এর কতটুকু প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন?**

## **কাজ- ২**

জামিল সাহেব তার গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য প্রায়ই কিছু না কিছু করতে চান। ধনী হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে তাদের নানা কাজে সহায়তা করতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ। নিজের জন্য যা পছন্দ করেন অন্যকেও তাই দিয়ে সাহায্য করতে তিনি ভালোবাসেন। এছাড়া তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি, সহকর্মী বা অধীনস্হ সবাইকেই তিনি সমানভাবে প্রাধান্য দেন। শুধুমাত্র নিজের নয় তার আশেপাশের সবার জন্যই তিনি ভালো চান। তার এই আচরণের জন্য তিনি সবারই অত্যন্ত পছন্দের মানুষ। তিনি মূলত এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, *ঈমানের সাথে স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা সহাবস্থান করে না ।*

ক) জামিল সাহেবের আচরণের বর্ণনা কোন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, লিখুন ।

খ) রাসূল (ﷺ) এই হাদিসে সত্যিকারের ঈমানের শর্ত হিসেবে কোন গুণটিকে এনেছেন? এই গুণ কারো মধ্যে না থাকলে সে কি কাফির হয়ে যাবে?

গ) জামিল সাহেব যে নীতিতে বিশ্বাসী তা কীভাবে একটি সত্যিকার ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য জরুরী?